ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

26 JANUARY 2025 **7:45—7:55 PM IST**

==========

১। রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর নতুনদিল্লীর কর্ত্তব্যপথে আয়োজিত ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ ।

২। রাজ্যের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য রাজ্যসরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে সাধারণতন্ত্র দিবসের রাজ্য পর্যায়ের কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করে রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্যের মন্তব্য ।

৩। শিলচর সহ তেজপুর এবং ডিব্রুগড় শহরকে মহানগরে উন্নীত করতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ ।

৪। বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন ।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লীর কর্ত্তব্যপথে আয়োজিত ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন ।রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি মুর্মু পরম্পরাগত ঘোরার বগিতে কর্ত্তব্যপথে উপস্থিত হওয়ার পর প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর সম্মিলিত অভিবাদন গ্রহণ করেন ।কুচকাওয়াজের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দেশের

জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করা বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের কার্যসূচীতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবও সুবিয়ান্তো মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।এই কুচকাওয়াজে ইন্দোনেশিয়ার ১৬০ এবং ১৯০ সদস্যের দুটি দলও অংশগ্রহণ করেন । কুচকাওয়াজে স্থলসেনা , নৌসেনা ও বায়ুসেনার জওয়ানরা শক্তি প্রদর্শন করে ।সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ।আজ 'স্বর্ণিম ভারত - ঐতিহ্য ও উন্নয়ন 'এই বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩১ টি প্রতীকপট অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।কুচকাওয়াজে দেশের সভ্যতা , সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির ও প্রদর্শন করা হয় । সাধারণতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পঞ্চায়েত , হস্তশিল্পী ,আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী , কৃষক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১০ হাজার লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ।

রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য আজ গুয়াহাটী খানাপারার আসাম পশুপালন ও পশুচিকিৎসালয়ের খেলার মাঠে আয়োজিত ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের রাজ্য পর্যায়ের মূল কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য আসাম সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন ।আসামের মোট ঘরোয়া উৎপাদন জাতীয় গড় উৎপাদন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান ।রাজ্যপাল রাজ্যের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন ।রাজ্যে বহু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় , মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিকাঠামোর অভুতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন ।বর্তমান সরকার গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে উল্লেখ করে এর মাধ্যমে রাজ্যের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া সহ বহনক্ষম বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে রাজ্যপাল জানান ।এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে এ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাকা

গৃহ নির্মান করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।জাতীয় সামাজিক সাহায্য প্রকল্পের অধীনে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ লাভ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আসাম দেশের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে বলেও রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে জানান ।আসাম সরকার যেকোনধরণের অপরাধের বিরুদ্ধে শূণ্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি ড্রাগস সরবরাহ , মহিলা ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ , বাল্য বিবাহ , মানব সরবরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে বলে জানান ।

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে অমৃত যাত্রার সহযোগী হতে রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন । ডিব্রুগড়ের খনিকর খেলার মাঠে ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তলন করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানান । রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী গত কয়েক বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সফলতার বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন ।

২০২৪ সালে অসমীয়া এবং বাংলা সহ কয়েকটি ভাষার ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা লাভ , চড়াইদেউর মৈদাম সমূহর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ , বিহু নৃত্যের গিনিজ বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ডে স্থান লাভ করা , লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তী দেশের মধ্যে অনন্য স্থান লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মুখ্যমন্ত্রী আলোকপাত করেন ।

ডক্টর শর্মা ষ্টার্ট-আপ সমূহের প্রগতি সুনিশ্চিত করার লক্ষে রাজ্যে প্রথম বারের মত ষ্টার্ট-আপ বিভাগ সৃষ্টি করা হবে বলে ঘোষণা করেন । তিনি ষ্টার্ট-আপ গুলিকে নতুন আসামের অর্থনৈতিক নবজাগরণ বলে অভিহিত করেন । এছাড়াও , রাজ্য সরকারের সব কর্মচারীদের জন্য পেনশন প্রকল্প প্রবর্তন করা হবে বলেও তিনি প্রকাশ করেন । তিনি

২০০৫ সালের পূর্বে নিযিক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়া কর্মচারীদের ওল্ড পেনশন স্কিম (ও-পি-এস) ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হবে বলেও ঘোষণা করেন । মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা শিলচর সহ তেজপুর এবং ডিব্রুগড় শহরকে মহানগরীতে উন্নিত করতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন । তিনি শিলচরে ক্ষুদ্র সচিবালয় তথা মুখ্য সচিবের কার্যালয় নির্মানের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন । একই সঙ্গে তিনি বলেন যে ২০২৭ সালের পূর্বে ডিব্রুগড়ে একটি বিধানসভা প্রাঙ্গন গড়ে তোলা হবে । ডিব্রুগড় রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেন । এছাড়াও , তেজপুরে একটি রাজভবণ নির্মান করা হবে বলে উল্লেখ করে ডক্টর শর্মা বলেন যে তেজপুর শহরকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে ।

---

৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ পদ্ম সম্মান গুলো ঘোষণা করা হয়েছে । দেশের ১৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হয় ।এর মধ্যে সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পদ্ম বিভূষণ , ১৯ জনকে পদ্মভূষণ ,এবং ১১৩ জনকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।১৩ জনকে মরণোত্তর এই সম্মান প্রদান করা হয় ।বিশিষ্ট গজল গায়ক পংকজ উধাস এবং অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরয়কে মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় ।

এদিকে আসামের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হয় । প্রখ্যাত সত্রীয়া সংস্কৃতির সাধক যতীন গোস্বামীকে পদ্মভূষণ , ডিমা হাসাও জেলার প্রবীণ লোকসঙ্গীত শিল্পী জয়নাচরণ বাথারীকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয় । এছাড়া পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপকদের মধ্যে সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিল কুমার বড়ো , গীতা উপাধ্যায় ,কলা ক্ষেত্রে রেবকান্ত মহন্ত রয়েছেন ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পদ্ম সম্মান লাভ করা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানান ।এক বার্তায় তিনি বলেন যে পদ্ম সম্মান প্রাপক প্রত্যেক ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রম ,নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রেরণাদায়ক ।তাঁদের অবদান মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়েছে। কাছাড় জেলা প্রশাসনের সাধারণতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায় পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন । এরপর তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন ।
শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রীভূমি সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে ।রাজ্যের মৎস ,পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এই অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস ,জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী ,পুলিশ সুপার পার্থপ্রতীম দাস প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন ।
শ্রীভূমি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়েও আজ উৎসাহ উদ্দীপনায় এই দিবস উদযাপন করা হয়েছে ।

হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের সাধারণতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে গৌতম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী ,গৃহরক্ষী বাহিনী ,এন সি সি ,স্কাউট-গাইড,স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করেন ।
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হাইলাকান্দি জেলার সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এবার ২০ দল অংশগ্রহণ করেছে ।

এ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে জেলা আয়ুক্ত এন এইচ গৌতম সরকার স্বাধীনতার অমৃতকাল ঘোষণা করার পর দেশের সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলায়ও সামগ্রিক উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে বলে জানান । এছাড়া অনুষ্ঠানে আসাম সরকারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত নানা কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন ।

এদিকে উপত্যকার বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনও আজ বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে ।পি এন বি আর সে টি কাছাড় এই দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে ।
মণিয়ারখালের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাণী শক্তি ক্লাবেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবস উদযাপন করেছে । সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ।এরপর এই দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন গাঁও পঞ্চায়েত সভাপতি পরেশ তাঁতী । এছাড়া ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতারও আয়োজন করা হয় ।

ডিমা হাসাও জেলায় আজ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মূখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এন এল দাওলাগাপু স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এই কার্যসূচীতে জেলা আয়ুক্ত ও পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন ।

বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ সন্ধ্যায় শিলচর বঙ্গভবনে ‘স্টার সিমেন্ট বাকস বর্ষসেরা ২০২৪’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন যুগশঙ্খ পত্রকা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ নাথ এবং বিশিষ্ট লেখক ও সাং বাদিক অতীন দাস

।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিভিন্ন ইভেন্টে ২০২৪ বর্ষের কাছাড় জেলার ১৩জন কৃতী খেলোয়াড় এবং একজন ক্রীড়া সংগঠকের হাতে বর্ষসেরা পুরস্কার তুলে দেন । বাকসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রতন দেব ,সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ হাজাম ,কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশিস সোম ,সচিব অভিজিৎ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।